“শিশুর জন্য
মায়ের বুকের দুধ যেমন
মাছের জন্য পুকুরে
প্রাকৃতিক খাদ্য
তেমন”

স্বল্প বিনিয়োগে তুলনামূলক মুনাফার জন্য মাছ চাষিদের করণীয় :

* প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর ও তৃণভোজী প্রজাতির মাছ চাষ যেমন কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ।
* তুলনামূলক কম ঘনত্বে শতাংশ প্রতি ১০-১২ টি (৪-৫টিতে কেজি বা তার চেয়ে বড় আকারের পোনা অথবা শতাংশ প্রতি ১৮-২০টি (২০-২৫ টিতে কেজি আকারের পোনা) পোনা মাছ মজুদ। এবং নিম্ন বর্ণিত ৩ (তিন) টি কাজ মেনে চলা।

পানির রং স্বচ্ছ সবুজ (প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা) বজায় রাখা।	পুকুরের তলার অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখা।	সুষম সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ
সার প্রয়োগ ১. বিঘা প্রতি ৫ কেজি খৈল+৩ কেজি ইউরিয়া+৩ কেজি টি.এস.পি অথবা ৫ কেজি খৈল+৫ কেজি ডি.এ.পি সার গুলায়ে সমস্ত পুকুরে প্রয়োগ। * খৈল ৪ দিন ভিজানোর পর * টি.এস.পি ১২ ঘন্টা ভিজানোর পর * অন্য সার একত্রে মিশায়ে গুলাতে হবে। ১. বিঘা প্রতি ৩-৫ কেজি পালিশ+৩-৫ কেজি চিটাগুড়+ ১০০-১৫০ গ্রাম এ্যাকুয়া ইষ্ট প্রয়োগ। অথবা বিঘা প্রতি ৩-৫ কেজি পালিশ+৩-৫ কেজি চিটাগুড়+ ৭০-১০০ গ্রাম এ্যাকুয়া ইষ্ট+৩০-৬০ গ্রাম প্রবায়োটিক প্রয়োগ। ৩ গুন পানিতে মিশিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ৪৮ ঘন্টা রাখার পর ছেকে নিয়ে শুধুমাত্র রসটুকু সমস্ত পুকুরে দিতে হবে। * সার প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয় : * মাসিক চুন লবণ প্রয়োগের পর * পানির রং স্বচ্ছ হলে।	**হররা টানা** * প্রতি সপ্তাহে ১ বার না হলে মাসে কমপক্ষে ১ বার। **প্রতি মাসে** * চুন ও লবণ শতাংশ প্রতি ১০০-১৫০ গ্রাম। * চিটাগুড় বিঘা প্রতি ১ কেজি * ছাই শতাংশ প্রতি ১০০-২০০ গ্রাম। * বাইরের চুয়ানো পানি/ধোয়ানি যেন পুকুরে না ঢোকে।	প্রতিদিন পুকুরে মোট মাছের ওজনের ৩-৫ ভাগ সম্পুরক খাদ্য সকালে ও বিকালে নির্দিষ্ট জায়গায় দেওয়া (যেমন : পুকুরে ১০০ কেজি মাছ থাকলে ৩-৫ কেজি খাদ্য দেওয়া)। অথবা চাহিদা মোতাবেক খাবার কম বেশি দেওয়া।

পুকুরের পরিবেশ ও মাছের যেকোন সমস্যা এবং যেকোন কারণে (প্রাকৃতিক) ক্ষতিগ্রস্থ হলে আপনার ইউনিয়নের ফিয়াক সেন্টার/লিফ ও পরবর্তিতে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে :

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শার্শা, যশোর।

ফোন : ০১৭৬৯-৪৫৯৪৯৩